৩ নির্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী
(Basic Data Necessary For Guidance)

প্রথম পরিচ্ছেদ ▶ প্রস্তাবনা

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

নির্দেশনা একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে সাহায্য-দান করতে হলে তার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এইসব তথ্য যদি নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ না হয়, তাহলে সকল ধরনের প্রচেষ্টাই বিফল হয়ে যাবে। তাই নির্দেশনা দান করার আগে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে নির্ভুল মৌলিক তথ্য (Basic Data) সংগ্রহ করতে হবে। এইসব তথ্য সংগ্রহের উৎস হল—(i) শিক্ষার্থী, (ii) অভিভাবক, পিতামাতা ও বন্ধু-বান্ধব, (iii) শিক্ষক, (iv) শিক্ষাগত অভীক্ষা এবং (v) মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা। তবে নির্দেশনা দানের জন্য যে সমস্ত তথ্যের প্রয়োজন হয় তা হল—(ক) শিক্ষার্থী-সম্পর্কিত তথ্য, (খ) শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত তথ্য, (গ) শিক্ষা-পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য এবং (ঘ) বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্য। **প্রথমত,** শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত দিকগুলি হল—(i) স্বাস্থ্য, (ii) মানসিক দিক-সংক্রান্ত তথ্য, (iii) ব্যক্তিসত্ত্বা-সংক্রান্ত তথ্য, (iv) মানসিক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য এবং (v) শিক্ষাগত পারদর্শিতা-সংক্রান্ত তথ্য। **দ্বিতীয়ত,** শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত তথ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত দিকসমূহ হল—(i) পারিবারিক তথ্য, (ii) সামাজিক পরিবেশ-সংক্রান্ত তথ্য এবং (iii) আর্থিক সংগতি বিষয়ক তথ্য। **তৃতীয়ত,** শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত দিকসমূহ হল—(i) প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য এবং (ii) পাঠক্রম-সংক্রান্ত তথ্য। **চতুর্থত,** বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলীর অন্তর্গত দিকগুলি হল—(i) বৃত্তির বিবরণগত তথ্য এবং (ii) শিক্ষার্থীর চাহিদাগত তথ্য। বিশদভাবে বিবরণের পূর্বে পুরো বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য নিম্নে ছকের সাহায্যে পরিবেশন করা হল—

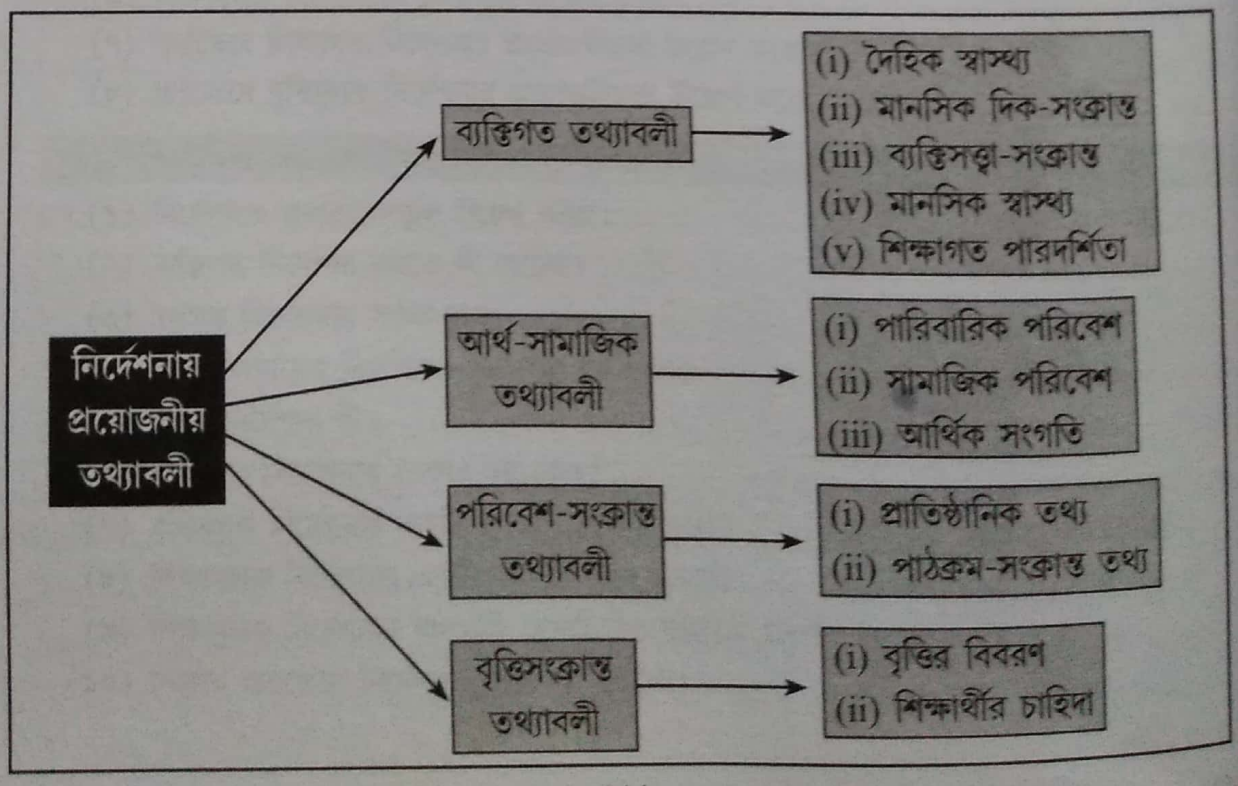

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ▶ (১) ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

নির্দেশনা দান প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রথমেই শিক্ষার্থী-সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যগুলি সংগ্রহ করার জন্য যে সব কৌশল (Techniques) প্রয়োগ করা হয় তা হল—সাক্ষাৎকার, অভীক্ষা, প্রশ্নগুচ্ছ, বিভিন্ন ধরনের পরিচয়পত্র ইত্যাদি। নিম্নে ব্যক্তিগত তথ্যাবলীর বিভিন্ন দিক পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

(ক) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যে সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত করা হয়, তা হল—দৈহিক ত্রুটি, শারীরিক অসুস্থতা, বর্তমান স্বাস্থ্য ইত্যাদি। উক্ত বিষয়গুলির উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য ডাক্তারের রিপোর্ট ও অভিভাবকের মতামতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

(খ) মানসিক দিক সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ মানসিক দিক-সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তা হল—বুদ্ধি, সম্ভাবনা, অনুরাগ, ব্যক্তিসত্ত্বা ইত্যাদি। **প্রথমত,** নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বুদ্ধি। বুদ্ধি হল এমন এক বা একাধিক ক্ষমতা যার মাধ্যমে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলক অভিযোজন, যুক্তিশীল চিন্তন, পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন, শিক্ষামূলক কর্ম-সম্পাদন, বিমূর্ত চিন্তন, সমস্যা সমাধান, প্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণ, সৃজনধর্মী কর্ম-সম্পাদন ইত্যাদি করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য মনোবিদগণ বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা প্রস্তুত করেছেন। এগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। সমস্যার প্রকৃতির দিক থেকে বুদ্ধির অভীক্ষা হল দুই প্রকারের, যেমন—*ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা* এবং *ভাষাহীন অভীক্ষা*। প্রয়োগ কৌশলের দিক থেকেও বুদ্ধির অভীক্ষা হল দুই প্রকারের, যথা—*ব্যক্তিগত অভীক্ষা* এবং *দলগত অভীক্ষা*। আবার মান নির্ণয়ের পদ্ধতির দিক থেকে বুদ্ধির অভীক্ষা হল দুই ধরনের, যেমন—*বয়সমানভিত্তিক অভীক্ষা* এবং *সাংখ্যমানভিত্তিক অভীক্ষা*। অন্যদিকে যাদের ভাষাগত অসুবিধা আছে বা যারা কথা বলতে পারে না, তাদের বুদ্ধি মাপা হয় ভাষাগত সমস্যার পরিবর্তে হাতে-কলমে কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে। এখানে কর্ম-সম্পাদনের প্রকৃতি দেখে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। এইরূপ অভীক্ষাকে বলে *সম্পাদনী অভীক্ষা*। এই পর্যায়ে কয়েক ধরনের অভীক্ষার নাম উল্লেখ করা হল। বুদ্ধি-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য **(i)** ভাষাভিত্তিক স্ট্যানফোর্ড-বিঁনে অভীক্ষা, **(ii)** ভাষাহীন পাশ এলং-এর ফর্মবোর্ড অভীক্ষা, **(iii)** ভাষাভিত্তিক ও ভাষাহীন অভীক্ষার সমন্বয়ে গঠিত ভেক্সলার-বেলভিউ অভীক্ষা ইত্যাদি। উক্ত অভীক্ষাগুলির সাহায্যে প্রাপ্ত বুদ্ধ্যঙ্ক বা IQ-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগত বা বৃত্তিগত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। **দ্বিতীয়ত,** নির্দেশনা দানের জন্য সম্ভাবনা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। সম্ভাবনা বা প্রবণতা (Aptitude) হল ব্যক্তির এমন এক মানসিক অবস্থা বা গুণ যা তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নির্দেশনা দেয়। এটি এমন এক ধরনের মানসিক গুণ যা বিশেষ ক্ষেত্রে বা কাজে তার দক্ষতাকে প্রকাশ করে। এই বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয় তাকে বলে প্রবণতা বা সম্ভাবনার অভীক্ষা। এইরূপ অভীক্ষা হল তিন ধরনের, যথা—*যান্ত্রিক সম্ভাবনার অভীক্ষা, বৃত্তিগত সম্ভাবনার অভীক্ষা* এবং *শিক্ষাগত সম্ভাবনার অভীক্ষা*। এই পর্যায়ের অভীক্ষাগুলির নাম হল—স্টেনকুইস্ট-এর যান্ত্রিক সম্ভাবনার অভীক্ষা, মিনেসোটা করণিক সম্ভাবনার অভীক্ষা, সি-সোর-এর সঙ্গীত প্রতিভার অভীক্ষা ইত্যাদি। উক্ত অভীক্ষাগুলির ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দান করা সম্ভব। **তৃতীয়ত,** ব্যক্তিজীবনে সফলতা নির্ভর করে আগ্রহের উপর। তাই নির্দেশনা প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীর আগ্রহের সংগঠনটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। আগ্রহ হল মানব মনের এমন একটি স্থায়ী প্রবণতা যা ব্যক্তির সুপ্ত

Scanned with CamScanner

মনোযোগটিকে গতিশীল করে এবং ব্যক্তিকে বস্তুমুখী কর্ম-সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। আগ্রহ পরিমাপ করার জন্য যে সমস্ত অভীক্ষা চালু আছে, তা হল—স্ট্রং-এর ভোকেশনাল ইন্টারেস্ট ব্ল্যাঙ্ক বা VIB, কুডারের প্রেফারেন্স রেকর্ড, থার্স্টোনের ইন্টারেস্ট সিডিউল, গিলফোর্ড-স্নেইডম্যান-জিমারম্যান ইন্টারেস্ট সার্ভে, লি এবং থর্পের অকুপেশান্যাল ইন্টারেস্ট ইনভেন্টরি ইত্যাদি। উপরোক্ত অভীক্ষাগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বা অনুরাগের ক্ষেত্রটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। এইসব অভীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী কোন পাঠ্যবিষয়টি অনুশীলন করতে বেশি আগ্রহী এবং কী ধরনের বৃত্তির প্রতি তার আগ্রহ সে বিষয়ে পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব হয়।

(গ) ব্যক্তিসত্ত্বা-সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ নির্দেশনা দানের প্রাক্কালে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্ত্বার সংগঠনটি বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। ব্যক্তিসত্ত্বার সংগঠনটির দরুন ব্যক্তি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষ করে এবং সেই অনুযায়ী সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করে। তবে ব্যক্তিসত্ত্বা হল ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্ন গুণের এক সুসংবদ্ধ ও সমন্বিত রূপ এবং এই রূপটি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে *জি. ডব্লিউ. অ্যালপোর্ট* তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'Personality : A Psychological Interpretation'* গ্রন্থে ব্যক্তিত্বের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত পরিবর্তনশীল ও সক্রিয় সেইসব জৈব-মানসিক তন্ত্রসমূহের যে সমন্বয় পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষেত্রে তার স্বকীয়তা প্রকাশে একটি গতিশীল সংগঠন গড়ে তোলে তাই হল ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্ত্বা। এই পর্যায়ে বিশেভাবে উল্লেখ্য যে ব্যক্তিত্ব বলতে কোনো বিশেষ আচরণকে বোঝায় না—বরং আচরণ প্রকাশের পিছনে অবস্থিত মানসিক সংগঠনটিকে বলা হয় ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্বের পরিমাপ

ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার জন্য মনোবিদগণ বিভিন্ন ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এইসব পদ্ধতিগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) *সামগ্রিক পদ্ধতি* এবং (২) *বিশ্লেষণ পদ্ধতি*। সামগ্রিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তির সামগ্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যের নিরিখে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এইক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কতকগুলি পৃথক পৃথক গুণের একটি মিশ্রণ। এইসব গুণগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হল তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের একটি সামগ্রিক ও অনন্য সংগঠন। তাই ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে দেখে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হয়। এইরূপ সমগ্রতা পরিমাপক পদ্ধতির নাম হল অভিক্ষেপণ বা প্রতিফলন পদ্ধতি (Projective Technique)। এই জাতীয় অভীক্ষার নাম হল—(i) রর্সা মসিছাপ অভীক্ষা (Rorschach Inkblot Test), (ii) কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা (Thematic Apperception Test) বা TAT, (iii) শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test) ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হয় কতকগুলি সংলক্ষণ (Traits) বিশ্লেষণ করার নিরিখে। এই পদ্ধতিতে মনে করা হয় যে, ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণ বা সংলক্ষণ পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে। এগুলি পৃথক পৃথকভাবে উদ্‌ঘাটন বা আবিষ্কার (Invent) করা হয়। এই পর্যায়ে সংলক্ষণগুলি পরিমাপ করার জন্য মূল্যনির্ধারণ মাপনী (Rating Scale), প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire) বা ব্যক্তিত্ব নির্ণায়ক তালিকা (Personality Inventory)-এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়। বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত অভীক্ষাগুলি হল—(i) পদ নির্ধারণ স্কেল বা রেটিং স্কেল (Rating Scale), (ii) ব্যক্তিত্ব পরিমাপক প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire), (iii) ব্যক্তির সমস্যা অনুসন্ধান পদ্ধতি (Case History Method), (iv) সমাজমিতি পদ্ধতি (Sociometric Method) ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রশ্নগুচ্ছ পদ্ধতির কয়েকটি উদাহরণ হল—মিনেসোটা বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রশ্নগুচ্ছ (Minesota Multiphasic Personality Inventory), বার্ণরয়টারের ব্যক্তিত্বের প্রশ্নগুচ্ছ (Bernreuter's Personality Inventory), আইজেনক ব্যক্তিত্বের

Scanned with CamScanner

প্রশ্নগুচ্ছ (Eysenck's Personality Inventory) ইত্যাদি। আবার পদ নির্ধারণ স্কেল বা রেটিং স্কেলের উদাহরণ হল—ভাইনল্যান্ড সামাজিক পরিণমন পরিমাপক স্কেল (Vineland Social Maturity Scale), উইটেনবর্ন মানসিক রোগ সম্পর্কিত স্কেল (Wittenborn Psychiatric Rating Scale), ফেলস্ পিতা-মাতার আচরণ সম্পর্কিত স্কেল (Fells Parent's Behaviour Scale) ইত্যাদি। রেখাচিত্রের সাহায্যে সমগ্র বিষয়টি নিম্নে উপস্থাপন করা হল—

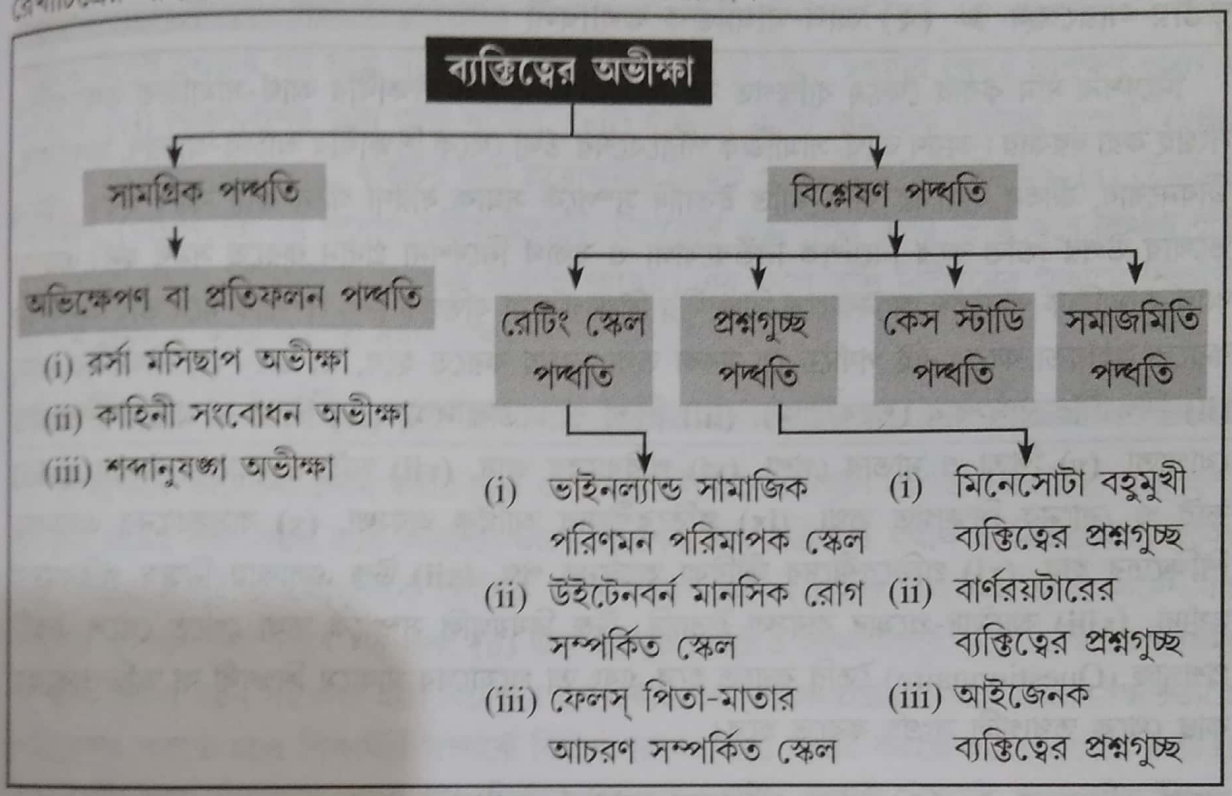

(ঘ) মানসিক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য ঃ নির্দেশনা দেওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা একান্তভাবে জরুরি। মানসিক স্বাস্থ্য দুর্বল হলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আচরণমূলক অপসঙ্গতি দেখা দেবে। এছাড়া মানসিক অসুস্থতার জন্য শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি ব্যাহত হবে। আবার অন্যদিকে নানা ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ, যেমন—চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, আঙুল চোষা, সন্দেহপ্রবণ মনোভাব পোষণ করা, আক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন হওয়া, হতাশাগ্রস্ত হওয়া, হীনম্মন্যতাবোধে জর্জরিত হওয়া, অত্যাধিক আশঙ্কা প্রকাশ করা, খুব বেশি আবেগপ্রবণ হওয়া ইত্যাদি তার মধ্যে প্রকাশ পায়। তাই এইসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উক্ত আচরণগুলি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে, শিক্ষকের নিকট থেকে কিংবা বন্ধু মারফত। এছাড়া প্রতিফলন অভীক্ষা অথবা সম্পাদনী অভীক্ষার সাহায্যেও এই সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে নির্দেশক শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দান করবেন। এই পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটিকে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

(ঙ) শিক্ষাগত পারদর্শিতা-সংক্রান্ত তথ্য ঃ ব্যক্তিগত তথ্যাবলীর পর্যায়ে আরো একটি বিষয়ে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, তা হল তার শিক্ষাগত পারদর্শিতা-সংক্রান্ত তথ্য। এই প্রকারের তথ্য শিক্ষাগত নির্দেশনা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি বিষয়। উপযুক্ত নির্দেশনা দানের ব্যাপারে এই প্রকারের তথ্যের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। উক্ত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা কৌশলগুলি হল—কিউম্যুলেটিভ রেকর্ড কার্ড বা CRC, অ্যানেকডোটাল রেকর্ড কার্ড, ব্যক্তিগত প্রোফাইল (Individual Profile), দুর্বলতা নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic Test), প্রগতিপত্র (Progress

Scanned with CamScanner

Report), আদর্শায়িত সাধারণ পারদর্শিতার অভীক্ষা (Standardised General Achievement Test), শিক্ষককৃত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Teacher Made Achievement Test) ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর হলে তাকে নির্ভরযোগ্য নির্দেশনা প্রদান করার কাজ খুব সহজ হয়ে পড়বে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ▶ (২) আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী

নির্দেশনা দান করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্যাবলীর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলীও সংগ্রহ করা দরকার। কারণ আর্থ-সামাজিক পরিবেশের তথ্য থেকে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, জীবনবোধ, জীবন ধারণের রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়। এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্দেশক নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ নির্দেশনা প্রদান করতে সমর্থ হন। এছাড়া আর্থ-সামাজিক পরিবেশ অনেকাংশে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত বা বৃত্তিগত দিক সম্পর্কে মনোভাব অনুধাবন করতে সহায়তা করে। এই পর্যায়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, তা হল—**(i)** শিক্ষার্থীর নাম, **(ii)** শিক্ষার্থীর বাসস্থান (শহর/গ্রাম), **(iii)** পিতা ও মাতার নাম, **(iv)** পিতা ও মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা, **(v)** পিতা ও মাতার পেশা, **(vi)** পরিবারের আয়, **(vii)** ভাই ও বোনের সংখ্যা, **(viii)** ভাই ও বোনের শিক্ষাগত তথ্য, **(ix)** প্রতিবেশীদের আর্থিক অবস্থা, **(x)** বাসস্থানের এলাকায় শিক্ষিতের হার, **(xi)** প্রতিবেশীদের জীবিকা অর্জনের পথ, **(xii)** উক্ত এলাকায় নিজস্ব পরিবারের মর্যাদা, **(xiii)** আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থা ইত্যাদি। উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য পেতে গেলে একটি প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire) তৈরি করতে হবে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকের কাছ থেকে তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ▶ (৩) শিক্ষা-পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

নির্দেশনা দানের জন্য শিক্ষা-পরিবেশ সংক্রান্ত যে সব প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তা হল—**(i)** প্রতিষ্ঠানের নাম, **(ii)** প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, **(iii)** প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত পাঠ্যসূচি, **(iv)** প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, **(v)** পাঠাগারের ব্যবস্থা, **(vi)** পরীক্ষাগারের অবস্থা **(vii)** শিক্ষকের সংখ্যা, **(viii)** শিক্ষকের মান ও যোগ্যতা, **(ix)** ছাত্রাবাসের সুযোগ-সুবিধা, **(x)** আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা, **(xi)** অবসর বিনোদন ব্যবস্থা, **(xii)** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা ইত্যাদি। আবার পাঠক্রম-সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে যে সব দিক অত্যন্ত প্রয়োজন হয়, তা হল—**(i)** পাঠক্রমের বিভিন্ন শাখা, **(ii)** আনুমানিক খরচ, **(iii)** ভর্তি হওয়ার পদ্ধতি, **(iv)** ডিগ্রি প্রদানকারী সংস্থা, **(v)** পাঠক্রম অনুসরণের সময়কাল, **(vi)** ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা, **(vii)** শিক্ষার্থীদের পাসের হার, **(viii)** পাঠ-চলাকালীন সময়ে বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। উপরোক্ত তথ্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হলে একটি প্রশ্নগুচ্ছ প্রণয়ন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সাপেক্ষে শিক্ষা-পরিবেশ বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। উক্ত তথ্যগুলি নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হওয়ার কারণ হল এই যে, শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন অবস্থায় বেশিরভাগ সময়ই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে। ফলে তার আচরণ ধারার প্রকৃতি উক্ত শিক্ষা-পরিবেশেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং, এই পর্যায়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বা পরিবেশের মানের উপর তার আয়ত্তকৃত আচরণ ধারার মান নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই নির্দেশনার ক্ষেত্রে শিক্ষা-পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাবলী অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ▶ (৪) বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলী

সাধারণধর্মী শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর বৃত্তি নির্বাচনের দিকটিও ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। কারণ শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থী যেন কালক্ষেপ না করে তার উপযোগী বৃত্তিটি বেছে নিতে পারে। এই পর্যায়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, তা হল—(i) শিক্ষার্থীর অনুসৃত পাঠক্রমের সঙ্গে বৃত্তির সংযোগ, (ii) বিশেষ বৃত্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, (iii) বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা, (iv) বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ার পর প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, (v) বৃত্তিটিতে নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ, (vi) শিক্ষণবিশির জন্য প্রাপ্ত সুযোগ, (vii) বৃত্তিটির সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক, (viii) উন্নতির সুযোগ-সুবিধা, (ix) বৃত্তিটির জন্য প্রয়োজনীয় দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, (x) বেতনের পরিমাণ, (xi) পদোন্নতির সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। উপরোক্ত তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষক বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে পারেন। এর ফলে বৃত্তি নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী জীবনে সফলতা লাভ করতে সমর্থ হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ▶ সামগ্রিক আলোচনা

শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য যে সমস্ত মৌলিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করার কথা বলা হল, সেগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হলে আবশ্যিকভাবে নির্দেশনা দান প্রক্রিয়াটি যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হবে। এই পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে মৌলিক বলার কারণ হল—(i) উক্ত তথ্যসমূহ ছাড়া নির্দেশনার কর্মসূচি রূপায়ণ করা সম্ভব নয় এবং (ii) উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা গঠন সম্ভবপর হয়। নির্দেশনা হল একটি তথ্যভিত্তিক প্রক্রিয়া। একে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিবেশন করতে হলে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের বৈচিত্র্য যত বেশি হবে, নির্দেশনা দানও তত নির্ভরযোগ্য হবে। তাই এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য, আর্থ-সামাজিক তথ্য, শিক্ষা-পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য ও বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি তথ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রচুর সংখ্যক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই একমাত্র বাস্তবসম্মত নির্দেশনা দান করা সম্ভব। তাই শিক্ষার্থী সম্পর্কে উপরোক্ত সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরো বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তবেই নির্দেশনা প্রক্রিয়াটি যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হবে।

প্রশ্নাবলী

(ক) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) ব্যক্তির নির্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্যগুলি উল্লেখ করো এবং সেগুলি সংগ্রহের উপায় নির্দেশ করো।

(২) শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগত নির্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি কী উপায়ে সংগ্রহ সম্ভবপর হয় তা লিপিবদ্ধ করো।

(৩) শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দিতে গেলে কী কী তথ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার? এইগুলি সংগ্রহের উপায় নির্দেশ করো।

(৪) নির্দেশনার জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত তথ্যগুলির বিবরণ দাও।

(৫) নির্দেশনার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে তোমার ধারণা লিপিবদ্ধ করো।

Scanned with CamScanner

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) নির্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির শ্রেণিবিভাগটি উল্লেখ করো।
(২) সম্ভাবনা কী? এর জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হলে কী উপায় গ্রহণ করতে হবে?
(৩) আগ্রহ বলতে কী বোঝো? এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের উপায় নির্দেশ করো।
(৪) ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝো? ব্যক্তিত্ব-সংক্রান্ত তথ্য কী উপায়ে সংগ্রহ করা সম্ভব?
(৫) বুদ্ধি কী? বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে হলে কী উপায় অবলম্বন করতে হবে?
(৬) মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কী কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবে?
(৭) নির্দেশনার জন্য প্রাপ্ত তথ্যের উৎসগুলি লিপিবদ্ধ করো।
(৮) আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য কী কী তথ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে?
(৯) বৃত্তিতে সাফল্য আনার জন্য কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন?

(গ) অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (একটিমাত্র বাক্যে উত্তর দাও) ঃ

(১) তথ্য সংগ্রহের কয়েকটি উৎসের নাম লেখো।
(২) নির্দেশনার জন্য তথ্যসংগ্রহ প্রয়োজন হয় কেন?
(৩) যে কোনো একটি ব্যক্তিগত তথ্যের নাম উল্লেখ করো।
(৪) আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী বলতে কী বোঝো?
(৫) বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলীর অন্তর্গত যে কোনো একটি দিক উল্লেখ করো।

(ঘ) বহুর মধ্যে সঠিক উত্তর নির্বাচন জাতীয় প্রশ্ন ঃ

(১) কোনটি ব্যক্তিগত তথ্যাবলীর অন্তর্গত নয়?
(i) বৃত্তির বিবরণ (ii) মানসিক-সংক্রান্ত তথ্য
(iii) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য (iv) ব্যক্তিসত্ত্বা-সংক্রান্ত তথ্য।

(২) শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যের একটি দিক হল—
(i) পাঠক্রম-সংক্রান্ত তথ্য (ii) বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্য
(iii) আর্থিক সংগতি-সংক্রান্ত তথ্য (iv) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য।

(৩) 'অবসর বিনোদন ব্যবস্থা' তথ্যটি কোন ধরনের উৎসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?
(i) শিক্ষা-পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাবলী (ii) বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলী
(iii) আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত তথ্যাবলী (iv) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যাবলী।

(৪) নির্দেশনার জন্য ব্যক্তিগত তথ্যাবলীর একটি দিক হল—
(i) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য (ii) খাদ্যাভ্যাস-সংক্রান্ত তথ্য
(iii) নিদ্রাহীনতা-সংক্রান্ত তথ্য (iv) অবসর বিনোদন সংক্রান্ত তথ্য।

Scanned with CamScanner